125

তারিখ ... JUL 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৮

দৈনিক ইত্তেফাক

শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রসঙ্গে

গত ৫ই মে ঢাকার মীরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে শিক্ষক সমিতির অষ্টম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন যে, 'দুভাগ্যজনক হইলেও সত্য, দেশে শিক্ষার মান অনেক নীচে নামিয়া গিয়াছে।' শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আমাদের একটি দাবী পূরণ করুন। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশে শিক্ষার মান উন্নয়নে আরও আন্তরিক হউন।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই কথায় স্পষ্ট- দেশে শিক্ষার মান নীচে নামিয়া যাইবার অন্যতম কারণ হইল শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব। শিক্ষার মানের অবনতির জন্য শিক্ষকদের আন্তরিকতা, যদিচ্ছা, মেধা, যোগ্যতা ও নৈতিকতার অভাব অবশ্যই দায়ী কিন্তু কতিপয় বিধান ও শিক্ষকদের নিরাপত্তার অভাবও ইহার জন্য কয় দায়ী নয়। যেমন কোন বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাসের হার বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের হারের ৫০% এর কম হইলে সেই প্রতিষ্ঠানের এফিলিয়েশন বন্ধ করিবার বিধান রহিয়াছে। এই বিধানের ভিত্তিতে পাসের নিম্নহারের জন্য ৪৮টি কলেজের এপিলিয়েশন বন্ধ করা হয় (সূত্রঃ ইত্তেফাক, ১২ই ডিসেম্বর, ৯৮)। এখানে কোয়ালিটি নয়, বরং কোয়ানটিটির বিচার করা হইয়াছে। শিক্ষার মান নিম্নমুখী হইতেছে মূলত সৎ, সুশিক্ষিত ও মেধাবী শিক্ষকের স্বল্পতা এবং পাবলিক পরীক্ষাগুলিতে সীমাহীন দুর্নীতি ও নকলরূপ ক্যান্সারের কারণে। পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকলের সহিত সর্বতোভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছেন বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির একশ্রেণীর শিক্ষক। বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষকই জানাইয়াছেন যে, পাসের হার বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের হারের ৫০% এর কম হইলে এফিলিয়েশন বন্ধ হইবার বিধান থাকায় তাহারা পেটের দায়ে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের এফিলিয়েশন রক্ষা এবং অধিক ছাত্র-ছাত্রী আকর্ষণ করিবার জন্য প্রতিযোগিতামূলকভাবে পরীক্ষায় নকলের ক্ষেত্রে সর্বাত্মকভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হইতেছেন। বলাবাহুল্য, বোর্ড/ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের বর্তমান উচ্চহারের মূলে রহিয়াছে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি ও নকল। এই ক্ষেত্রে চৌহালী, বাগবাটি, জামতৈল, তাড়াশ, সলঙ্গা, উল্লাপাড়া, করতোয়া, ভাঙ্গুড়া প্রভৃতি কেন্দ্রে পাসের উচ্চহার লক্ষণীয়। সত্যিকার পরীক্ষা হইলে এইসব কেন্দ্রের পাসের হার ১০% এর বেশী হইবে না, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বর্তমানের এক তৃতীয়াংশে নামিয়া যাইবে। শহরের বহু ছেলে-মেয়ে নকলের সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য বহু অর্থ ও কষ্টের বিনিময়ে হইলেও গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলিতে ভিড় করে। ফলে যাহাদের পাস করিবার মত যোগ্যতা নাই, তাহারা কেবল পাসই নয়, বরং ভাল ফলাফল করিতেছে। অন্যদিকে নকল ও হৈ-হট্টগোলের কারণে পরীক্ষার পরিবেশ ভয়ানকভাবে বিঘ্নিত হয়। তাহাতে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী একান্তই নকল করে না, তাহারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এইভাবে একশ্রেণীর শিক্ষকের কারণে এবং অন্যদিকে উক্ত বিধানটির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে কোয়ানটিটি বৃদ্ধি পাইলেও কোয়ালিটি ভয়াবহভাবে নিম্নমুখী হইতেছে। আর তাই শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সৎ, সুশিক্ষিত, যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে, শিক্ষকদের সম্মানজনক আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং পাসের হার এফিলিয়েশন সংক্রান্ত বিধানটিরও যথাযথ সংস্কার করিতে হইবে। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

মোঃ আশরাফ আলী,
প্রভাষক, পাবনা কলেজ,
পাবনা।